



(https://www.banglanews24.com)

(https://www.banglanews24.com) / জাতীয় (./category/জাতীয়/1)

‘সবুজ’ ও ‘স্মার্ট’ ঢাকা গড়বেন আনিসুল হক

সালাহ উদ্দিন জসিম, স্টাফ কoresপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ০৯৩০ ঘণ্টা, মার্চ ২৩, ২০১৫



‘সবুজ’ ও ‘স্মার্ট’ ঢাকা গড়বেন আনিসুল হক

ঢাকা: ঢাকাকে আধুনিক প্রযুক্তির সমস্ত সুবিধা দিয়ে ‘সবুজ ও স্মার্ট’ ঢাকা গড়তে চান মেয়র পদপ্রার্থী আনিসুল হক। বাংলানিউজকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে নিজের এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওই প্রার্থী।

তিনি মনে করেন, ঢাকা নতুন নয়, পুরাতন নগরী। ঢাকাকে তিলোত্তমা করা খুব মশকিল। কিন্তু ঢাকাকে একটি স্মার্ট নগর হিসেবে গড়ে তোলা আসলেই সম্ভব। সেজন্যে ঢাকাকে আধুনিক প্রযুক্তির সমস্ত সুবিধা দিয়ে তৈরি করা হবে। এ কাজের সারথী হিসেবে বেছে নিচ্ছেন তরুণ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের। তার ধারণা, তরুণরাই আগামী প্রজন্মের ঢাকা তৈরিতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

আনিসুল হক পেশায় একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই’র নির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন। গত মাসে প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তাই তিনি এরই মধ্যে নেমে পড়েছেন মাঠে। চিহ্নিত করেছেন নগরের নানা সমস্যা। সমাধানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করছেন জনতার কাছে।

তিনি বলেন, একটি বড় কাজ করতে চাই। ঢাকাকে সবুজ ঢাকা বানাতে চাই। ঢাকার তাপমাত্রা আশপাশের চেয়ে ৪-৫ ডিগ্রি বেশি। কারণ, ঢাকায় মানুষ বেশি। গাড়ি-ঘোড়া বেশি। মানুষের চলাচল বেশি। বর্জ্য বেশি। বিদ্যুতের বিকিরণ বেশি। এটি আল্টিমেটলি মানবস্বাস্থ্যের ওপর যে প্রভাব ফেলছে আমরা তা চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

২০-৩০ বছর পরে এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে আসবে। আমি অনেকজনের সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলেছি, যারা এর পেছনে কাজ করছেন। খুব সম্ভব আমরা এখানে সফল হব।

মেয়র নির্বাচিত হলে আনিসুল হকের অগ্রাধিকারে থাকবে; ক্লিন, বকবকে তকতকে ঢাকা। বর্জ্যমুক্ত ঢাকা। আলোকিত ঢাকা। নিরাপদ ঢাকা।

জাতীয় এর সর্বশেষ

Getting a Job in the USA Might be Easier Than You Think
Jobs USA | Search Ads | Sponsored (https://popup.taboola.com/en/?templ

BANGLA

NEWS



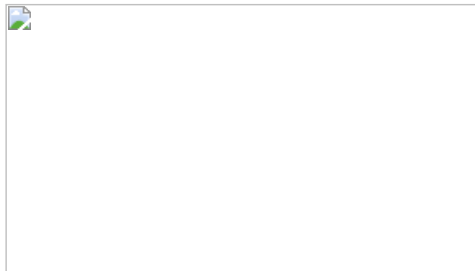
(http://www.banglanews24.com)

আনিসুল হক (http://www.banglanews24.com) রাজনীতিকরা সারাজীবন একভাবে জনসাধারণের সেবা করেছেন, করছেন। আমাদের কার্যক্ষেত্র একটু ভিন্ন। আমরাও মানুষের সেবা করি, কিন্তু ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে। সিএসআর এবং কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে। তবুও আমার ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবসায়ীদের অনেক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেছি। সেগুলোতে, অনেকের মতে, আমি খুব খারাপ কাজ করিনি। কিছু কিছু ভালো কাজও করেছি। এ কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন, আমার মত কাউকে দিয়ে হয়ত এ ঢাকা শহরের কিছু কাজ ভালো হলেও হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সমর্থনকে ‘দায়িত্ব’ পালনের সুযোগ মনে করেন এই ব্যবসায়ীনেতা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনকে আমি কাজ করার বা দায়িত্ব পালনের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করছি। কারণ, এমনিভাবে এতো বড় একটি কাজের মধ্যে সরাসরিভাবে আমি কখনো যেতে পারতাম না। এ সিদ্ধান্ত কতটুকু সঠিক, সেটাকে পরিমাপ করার শক্তিও আমার নেই। সরকার যিনি চালান; তিনি অনেক উপর থেকে দেখতে পান, বুঝতে পারেন। তার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। সেজন্যই আমাদের নির্দলীয় প্ল্যাটফর্মের নাম; ‘আমরা ঢাকা’। এখানে কারো সঙ্গে বিরোধে গিয়ে নয়, সবাইকে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা দিয়ে একত্রিত করতে চাই; যে মতেরই অনুসারী তারা হোন না কেন।

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলীয় সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে আনিসুল হক বলেন, এটি নির্দলীয় নির্বাচন নিঃসন্দেহে। কিন্তু সব নির্বাচনেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক দলের সমর্থন পরোক্ষভাবে থাকে। কারণ, এ নির্বাচনগুলোতে এত সমর্থকের প্রয়োজন হয়! সেখানে সম্পূর্ণভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই সাহায্য না নিয়ে নির্বাচন করা মোটামুটি অসম্ভব। ঢাকা উত্তরে শুধুমাত্র পোলিং এজেন্ট হিসেবে ৬ থেকে ৭ হাজার কর্মী দুইদিনের জন্যে লাগতে পারে। তাদের সহযোগিতা করার জন্যে দুইদিনেই আরও ১০ হাজার কর্মী প্রয়োজন হবে। এর বাইরেও আরও ১০ হাজার কর্মীর প্রয়োজন হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন ছাড়া এতবড় কর্মীবাহিনী পাওয়া অসম্ভব।

বিভক্ত ঢাকার অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে আনিসুল হক বলেন, দেখুন, ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ১৭ জন মেয়র। প্যারিসে ১৩ জন মেয়র আছেন। তাদের কো-অর্ডিনেটিং একজন মেয়র থাকে। ঢাকা শহরে দুজন মেয়র থাকলে, আমি বিশ্বাস করি আসলে তা অলংঘনীয় কোনো সমস্যা নয়। এ দুজন মেয়র, ঢাকা শহরকে যারা বিভিন্ন সুবিধাদি দিয়ে থাকেন। তবে সমস্যাটি হলো; ৫৬টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করা। আমরা বলি ৫৬ বাবার এক সন্তান। এটি অনেক বড় সমস্যা; কেউ ড্রেন বানান, তো কেউ কাটেন। কেউ রাস্তা বানান, কেউ কাটেন। কেউ গ্যাসের লাইন বানান, কেউ ওটা বন্ধ করে ওয়াসার লাইন বানান। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যখন আসবে তখন আস্তে আস্তে দেখবো। এগুলো নিয়েই বাঁচতে হবে।



ডিসিসির সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা শহরকে নিয়ে অনেক গবেষণাবিদ গত ৫০ বছর থেকে গবেষণা করছেন। আমরা ক’দিন আগে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম ‘আমরা ঢাকা’র পক্ষ থেকে তাদেরকে একটি সেমিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বেশ কিছু ধারণা আমাদের তৈরি হয়েছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে আমরা সেমিনার করেছি, তাদের কথা শুনেছি। ‘আমরা ঢাকা’র ২০০ স্বেচ্ছাসেবক গত তিনদিন ধরে কাজ করছে। তার পরামর্শে ওয়ার্ডে যাচ্ছে। একেক দিন ৯ থেকে ১০ হাজার মানুষের কথা শুনছে। তারা এলাকার প্রথম কয়েকটি সমস্যার

কথা মোট করলে, এমং আশ্রয়, একটা আশ্রয়স্থল তৈরি করছি। এটা, একটা দিক।

<https://www.banglanews24.com/national/news/bd/379065.details>



করোনা: বহু দেশের টুরিস্ট ভিসা এখনও বন্ধ
(<https://www.banglanews24.com/national/n>)



বিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে রসের হাঁড়িতে
(<https://www.banglanews24.com/national/n>)



মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের তারিখ পরি
(<https://www.banglanews24.com/national/n>)

Jobs in the USA Might be Easier Than You Think
Search Ads | Sponsored (<https://popup.taboola.com/en/2/templat>)

